মায়ের অসুস্থতায় স্বস্তি, ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জামিন সিপিএম নেতা লাহেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২ সেপ্টেম্বর ঃ মায়ের গুরুতর অসুস্থতার কথা জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন বারুইপুরের সিপিএম নেতা লাহেক আলি। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে বুধবার শর্তসাপেক্ষে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল আদালত। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জামিন পেয়েছেন সিপিএমের এই নেতা। তবে জামিনের ক্ষেত্রে একাধিক শর্তও আরোপ করেছে আদালত। তাঁকে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যাওয়া যাবে না এবং তদন্তের স্বার্থে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, লাহেক আলির মা গুরুতর অসুস্থ। মায়ের শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেই আদালতের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন জানান তিনি। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে সেই আবেদনের শুনানি হয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারপতি শর্তসাপেক্ষে লাহেকের জামিন মঞ্জুর করেন। আপাতত ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই জামিন কার্যকর থাকবে। গত জুন মাসে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বারুইপুর। ওই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে পরবর্তী সময়ে গণপিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ ছিল, ধর্ষণ-খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে ওই যুবককে মারধর করা হয়। পরে গণপিটুনিতে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পরপর এই ঘটনাগুলির জেরে বারুইপুরের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যজুড়ে আলোচনা শুরু হয়। এই আবহেই প্রকাশ্যে আসে সিপিএম নেতা লাহেক আলির নাম। বারুইপুরের খোদারবাজার এলাকার বাসিন্দা লাহেক ওই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। স্থানীয় আন্দোলনকারীদের হয়ে বক্তব্য রাখতে দেখা যায় তাঁকে। ফলে খুব দ্রুতই তিনি ওই আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। পরবর্তী সময়ে বারুইপুরের অশান্তির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশের অভিযোগ, ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর এলাকায় যে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে লাহেকের যোগ ছিল।

শহর ও শহরতলী

যাদবপুরে ফের মুছে দেওয়া হল কার্ল মার্ক্সের উক্তি, দেওয়াল লিখন ঘিরে রহস্য ও রাজনৈতিক চাপানউতোর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২ সেপ্টেম্বর ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা অব্যাহত। বিতর্কিত স্লোগান ও গ্রাফিতি মুছে ফেলার পর মঙ্গলবার গভীর রাতে ফের ক্যাম্পাসের একটি দেওয়াল থেকে কার্ল মার্ক্সের লেখা একটি উক্তি মুছে দেওয়া হয়েছে বলে দেখা গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেনএয়ার থিয়েটারের দেওয়ালে ওই উক্তির চার লাইন লেখা ছিল। বুধবার সেখানে গিয়ে দেখা যায়, সাদা রং দিয়ে সেই লেখা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তবে কে বা কারা ওই উক্তি মুছে দিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই এই কাজ করেছে কি না, সে বিষয়েও নিশ্চিত কোনও তথ্য মেলেনি। কার্ল মার্ক্সের ওই উক্তির সঙ্গে দেশবিরোধী কোনও স্লোগানের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ফলে বিতর্কিত দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি মার্ক্সের উক্তিও কেন মুছে দেওয়া হল, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। ক্যাম্পাসের দেওয়াল লিখন ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছিল। তার মধ্যেই ফের একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বের উক্তি মুছে যাওয়ায় যাদবপুরে আলোচনা আরও বেড়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারির পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকা বিভিন্ন বিতর্কিত দেওয়াল লিখন, গ্রাফিতি এবং স্লোগান মুছে ফেলার কাজ শুরু হয়। শনিবার রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। রবিবার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় থাকা দেওয়াল লিখন চুনকাম করে ঢেকে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় এবিভিপির তরফে দাবি করা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই দেওয়াল লিখন মুছে দিয়েছে। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলে সিপিএম এবং এসএফআই। মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ ছিল, 'মাক্সবাদ জিন্দাবাদ', ' প্যালেস্টাইন'-এর মতো কিছু স্লোগান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এগুলির মধ্যে দেশবিরোধিতার উপাদান রয়েছে। সেই কারণেই এই ধরনের লেখা ক্যাম্পাসে বরদাস্ত করা হবে না বলে বার্তা দেওয়া হয়। প্রশাসনের তরফে বিতর্কিত লেখাগুলি মুছে ফেলার পদক্ষেপও করা হয়। কিন্তু সেই মুছে দেওয়া দেওয়ালের কয়েকটিতে ফের নতুন করে লেখা দেখা যায়। এর মধ্যে ওপেনএয়ার থিয়েটারের একটি দেওয়ালে কার্ল মার্ক্সের চার লাইনের একটি উক্তি লেখা হয়েছিল। কারা ওই লেখা লিখেছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়, বামপন্থী ছাত্রছাত্রীদের একাংশ ওই দেওয়াল লিখনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। এসএফআইয়ের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছিল, তারা রাতে নয়, দিনের আলোতেই ফের দেওয়াল লিখন করবে। অন্যদিকে এবিভিপির দাবি, কার্ল মার্ক্সের উক্তি লিখে দেওয়ার পিছনে নকশালপন্থীদের ভূমিকা থাকতে পারে। বিষয়টি নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগ জানানো হবে বলেও গেরুয়া ছাত্র সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছিল। এরই মধ্যে মঙ্গলবার গভীর রাতে ফের ওই দেওয়াল থেকে মার্ক্সের উক্তি মুছে দেওয়া হয়। বুধবার সকালে সেখানে সাদা রং করা অবস্থায় দেখা যায় দেওয়ালটি। তবে এই কাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করেছে, নাকি অন্য কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ফলে দেওয়ালটি মুছে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রহস্য তৈরি হয়েছে। দেওয়াল লিখন নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যও পড়ুয়া, শিক্ষক, গবেষক, আধিকারিক এবং কর্মীদের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন। মঙ্গলবার লেখা ওই চিঠিতে যত্রতত্র দেওয়াল লিখন, গ্রাফিতি এবং পোস্টার না লাগানোর জন্য সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং পরিকাঠামো রক্ষা করার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উপাচার্যের ওই আবেদনের পরেই কি ওপেনএয়ার থিয়েটারের দেওয়াল থেকে মার্ক্সের উক্তি মুছে দেওয়া হল? সেই প্রশ্নও উঠছে। যদিও কর্তৃপক্ষের তরফে এই নির্দিষ্ট দেওয়ালটি কার নির্দেশে বা কার উদ্যোগে সাদা করা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি। সব মিলিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়াল লিখন এখন শুধুমাত্র ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বা পরিচ্ছন্নতার বিষয় হয়ে নেই। রাজনৈতিক স্লোগান, মতাদর্শ এবং জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে তা নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। একের পর এক লেখা মুছে যাওয়া এবং ফের নতুন লেখা উঠে আসার ঘটনায় সেই উত্তেজনা আরও বাড়ছে। আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেওয়াল লিখন ও গ্রাফিতি নিয়ন্ত্রণে কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর।

অষ্টম নয়, এবার দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি স্কুলে পড়ার সুযোগ বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২ সেপ্টেম্বর ঃ বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করা এবং অষ্টম শ্রেণির পর পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা রুখতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর। সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সাধারণ স্কুলগুলিতে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য পয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনের বিশেষ কর্মশালা।এই কর্মশালায় এনসিইআরটি, এসসিইআরটি এবং স্কুল শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন এবং রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। কর্মশালায় বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সমস্যা, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং তাঁদের জন্য আরও সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বর্তমানে সাধারণ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ওঠার পর থেকেই তাঁদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এর ফলে অনেক পড়ুয়াই অষ্টম শ্রেণির পর পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। দফতরের আধিকারিকদের মতে, এর পিছনে অভিভাবকদের অনিচ্ছার পাশাপাশি স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও সহায়ক ব্যবস্থার অভাবও অন্যতম কারণ। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বলেন, বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের একটি বড় অংশ অষ্টম শ্রেণির পর স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের মূলধারার শিক্ষায় ধরে রাখতে স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি, বিশেষ শিক্ষকের ব্যবস্থা এবং পড়ুয়াদের উপযোগী শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য, বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা যাতে শুধু অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নয়, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি, বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের প্রতি শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে স্কুল শিক্ষা দফতর। কর্মশালায় তাঁদের শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি স্কুলগুলিকে আরও পড়ুয়াবান্ধব করে তোলার পরিকল্পনা এবং স্কুলছুটের প্রবণতা কীভাবে কমানো যায়, তা নিয়েও আলোচনা হবে। ভবিষ্যতে এই উদ্যোগকে আরও কার্যকর করতে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়া ও তাঁদের অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা এবং মতামতকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যের সাধারণ স্কুলগুলিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর।

স্বামী বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু আজ থেকে স্বাধীন ও আন্তর্জাতিক সিনেমাকে উদ্যাপনের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে আয়োজিত হতে চলেছে 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬'। আজ ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। ১ সেপ্টেম্বর কলকাতার নন্দন-৪-এ আয়োজিত এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে উৎসবের সার্বিক পরিকল্পনা, দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রের তালিকা এবং প্রদর্শনী সূচি প্রকাশিত হল ,এদিন উপস্থিত ছিলেন অঞ্জন বোস, অতনু পাল, মানস বসু, প্রসেনজিৎ মজুমদার এবং উৎসব কমিটির পরিচালক পল্লব রায়। ভারত, আমেরিকা, কানাডা, বাংলাদেশসহ একাধিক দেশের স্বাধীন ও বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্র এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে। তালিকায় রয়েছে ফিচার ফিল্ম, শর্ট ফিল্ম, অ্যানিমেশন এবং তথ্যচিত্র। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে বাংলাদেশের খ্যাতনামা পরিচালক

তানভীর মোকাম্মেলের প্রামাণ্যচিত্র 'মতুয়া মঙ্গল'।বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, মালয়ালম, তামিল, তেলুগুসহ বিভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিতে নির্মিত শর্ট ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি এবারের উৎসবে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।উদ্বোধন হবে আজ রাধা স্টুডিওতে বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর উপস্থিতিতে । মূল প্রদর্শনী শুরু হবে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। বিশেষ প্রদর্শনী হিসেবে থাকছে কলকাতায় নন্দন আগামী ৭ সেপ্টেম্বর, দুপুর ২ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে চলচ্চিত্রচর্চা ছড়িয়ে দিতে ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ, মতিঝিল কলেজ, মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ,গোবরডাঙা নিবেদিতা শিশু একাডেমি, পুরুলিয়ার মানভূম কলেজ এবং ঝাড়খণ্ডের পটমদা কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী থাকবে । এছাড়াও মৌলালী রামকৃষ্ণ সোসাইটি ফর হিউম্যান কালচার, জেনেক্স ভ্যালি হাতিবাগান কম্পাস অফিস ও দমদম অরবিন্দ স্কুলসহ রাজ্যজুড়ে একাধিক কেন্দ্রে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট ও বিশেষ সম্মাননা উৎসবের সমাপনী পর্বে ১২ সেপ্টেম্বর চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট গুণীজনদের সম্মানিত করা হবে। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ। হীরালাল সেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড বাংলা ও ভারতীয় সিনেমার ধারক ও বাহকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেওয়া হবে।

সন্দেশখালি তে নদী বাঁধে ফাটল

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,২ সেপ্টেম্বর ঃ সন্দেশখালীর রায়মঙ্গল নদীর তীরে ১৫০ ফুট নদী বাঁধে ফাটল, এলাকায় আতঙ্ক, রাতের অন্ধকারেই তড়িঘড়ি মেরামতের কাজ শুরু সেচ দপ্তরের,সহযোগিতা গ্রামবাসীদের। সন্দেশখালীর রায়মঙ্গল নদীর তীরে মনিপুরে ১৫০ ফুট নদীর বাদে ফাটল দেখা দেয় সোমবার রাতে। যা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয় এলাকায় । নদী বাঁধে ফাটলের সঙ্গী অবিরাম বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে আতঙ্কিত হয়ে পরেন গ্রামবাসীরা। তড়িঘড়ি নদী বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয় সেচ দপ্তরের তরফে,হাত লাগান গ্রামবাসীরা। বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হলেও আতঙ্ক গ্রাস করে রেখেছে এলাকার মানুষকে। এলাকার মানুষ চাইছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদীর বাঁধ মেরামতের কাজ শেষ হোক।

কলকাতায় তৈরি হচ্ছে প্রথম চিনা 'হেরিটেজ গ্যালারি' চায়না টাউনের ইতিহাস এবার পাবে নতুন পরিচয়

সৈকত দাস,কলকাতা,২ সেপ্টেম্বর ঃ টিরেটা বাজারের অলিগলিতে চিনা খাবারের পরিচিত গন্ধ, ট্যাংরার পুরনো বসতি আর চিনা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য-সব মিলিয়ে কলকাতার চায়নাটাউন আজও বহন করে চলেছে দুই শতাব্দীরও বেশি পুরনো ইতিহাস। এবার সেই ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে কলকাতায় তৈরি হচ্ছে প্রথম চিনা ' গ্যালারি'।ব্ল্যাকবার্ন লেনের চিনা কমিউনিটি ক্লাবে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর 'হেরিটেজ হেরিটেজ গ্যালারি'র উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন কলকাতায় নিযুক্ত চিনের কনসাল জেনারেল শু ওয়েই। পরদিন, অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর থেকে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য গ্যালারিটি খুলে দেওয়া হবে। কলকাতার চিনা সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে এটিই শহরের প্রথম গ্যালারি বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে।এই গ্যালারিতে ছবি, ঐতিহাসিক নথিপত্র এবং চিনা সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন সামগ্রীর মাধ্যমে অতীতের কলকাতাকে তুলে ধরা

হবে। পুরনো দন্ত চিকিৎসা ও কাঠের কাজের সরঞ্জামের পাশাপাশি থাকবে গং, ধূপ, মোমবাতি, ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ রাখার স্ট্যান্ড-সহ নানা সামগ্রী। এর ফলে শুধু ইতিহাসের পাতায় নয়, বাস্তব নিদর্শনের মধ্য দিয়েও কলকাতার চিনা সম্প্রদায়ের দীর্ঘ যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন দর্শনার্থীরা। এই উদ্যোগে সহযোগিতা করছে IN-TACH এবং সিঙ্গাপুরভিত্তিক The CHA Project। তাঁদের সহযোগিতায় কলকাতার চিনা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে আরও সুসংবদ্ধভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কলকাতার চিনা সম্প্রদায়ের ইতিহাসের শিকড় পৌঁছে যায় ১৭৭৮ সালের অচিপুর পর্যন্ত। ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, চিনা ব্যবসায়ী ইয়াং দাঝাও, যিনি ' নামে পরিচিত ছিলেন, সেই সময় অচিপুরে আসেন। পরবর্তীকালে কলকাতার বউবাজার ও ট্যাংরা এলাকায় চিনা সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে তা শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। একসময় কলকাতায় চিনা বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ২ হাজারে। জনসংখ্যা কমলেও কলকাতার চিনা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ও ঐতিহ্য এখনও শহরের অন্যতম স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে টিকে রয়েছে। বিশেষ করে টিরেটা বাজারের বিখ্যাত চিনা প্রাতরাশের বাজার আজও কলকাতাবাসী ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র। এবার সেই ঐতিহ্যকেও নতুনভাবে সাজিয়ে আরও প্রাণবন্ত করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, নতুন ' হেরিটেজ গ্যালারি' কলকাতার চিনা সম্প্রদায়ের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি শহরের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে আরও দৃশ্যমান করে তুলবে।

পণ্য পরিবহনের সক্ষমতা বাড়াতে ভারতীয় রেল কর্তৃক আদ্রা-জয়চণ্ডী পাহাড়ের মধ্যে বাইপাস লাইনের অনুমোদন

২ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় রেল দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত আদ্রা এবং জয়চণ্ডী পাহাড়ের মধ্যে ১১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বাইপাস লাইন নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে, যার মোট খরচ ধরা হয়েছে ২৭২ কোটি টাকা।এই প্রকল্পটি পৃথক চলাচলের পথ এবং প্রস্তাবিত তৃতীয় লাইনের সাথে দ্বিমুখী সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এর ফলে প্রতিদিন ৬.০৬৫টি পণ্যবাহী রেক (ট্রেন) চলাচলের সুবিধা হবে এবং শিল্প-সংক্রান্ত পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্য বৃদ্ধি সামাল দেওয়া সম্ভব হবে। বিশেষ করে, সেল-এর বার্ষিক ২৩.৪০ মিলিয়ন টন (গ্বঙ্খগুক্ক) আকরিক লোহার চাহিদা এবং বিসিসিএল-এর প্রতিদিন ৪৫টি রেক চলাচলের প্রাক্কলন অনুযায়ী পণ্য পরিবহনে এই বাইপাসটি সহায়তা করবে।করিডোরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও যানজট হ্রাসআদ্রা-জয়চণ্ডী পাহা।-সাঙ্কা বাইপাসটি আদ্রা-জয়চণ্ডী পাহাড় সেকশনে বিদ্যমান পরিচালনগত বাধা এবং লেভেল ক্রসিং বা রাস্তার ওপর দিয়ে চলাচলের কারণে সৃষ্ট বিলম্ব দূর করতে সাহায্য করবে। বর্তমানে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের ৭১ সক্ষমতা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং লেভেল ক্রসিংয়ের কারণে পণ্যবাহী ট্রেনের গতি ব্যাহত হচ্ছে এই বাইপাসটি পরিচালনগত দক্ষতা বাড়াতে এবং যানজট রোধে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে অতিরিক্ত ৮.৮৮ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহনের সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। জয়চণ্ডী পাহাড়-আদ্রা সেকশনের বর্তমান লাইন সক্ষমতা ব্যবহারের হার ৪৭.৫০, যা ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে বে।ে ৫৬.৪৫-এ পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জ্বালানি, খনিজ ও সিমেন্ট করিডোরকে সহায়তাএই বাইপাসটি ভারতীয় রেলের জন্য চিহ্নিত 'জ্বালানি, খনিজ ও সিমেন্ট করিডোর'-এর একটি অংশ। অতিরিক্ত সক্ষমতা ও পণ্য পরিবহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্পটি শিল্প-পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যতে পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।অতিরিক্ত সক্ষমতা সৃষ্টি, লেভেল ক্রসিংজনিত সমস্যা হ্রাস এবং পণ্য পরিবহন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্পটি আদ্রা-জয়চণ্ডী পাহাড় করিডোরে পণ্য পরিবহন পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে। এটি ক্রমবর্ধমান শিল্প-পণ্য পরিবহনে সহায়তা করার পাশাপাশি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই করিডোরে আরও নির্ভরযোগ্য ও যানজটমুক্ত পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করবে।

কলকাতায় ফিরবে ট্রাম, আধুনিকীকরণে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার পরিবহণ পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং শহরে ট্রাম পরিষেবাকে আরও কার্যকরভাবে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। মঙ্গলবার পরিবহণ ভবনে কলকাতায় নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল বার্নার্ড লিঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শহরের পুরনো ট্রাম পরিষেবাকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে কীভাবে আরও কার্যকর করা যায়, সেই বিষয়টিও আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী জানান, কলকাতায় ট্রাম পরিষেবা ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই কেঃদ্রীয় সরকারি সংস্থা রাইটসকে দিয়ে সমীক্ষার কাজ করানো হচ্ছে। কলকাতায় ট্রাম পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যতে কোন কোন রুটে পরিষেবা সম্প্রসারণ করা সম্ভব এবং আধুনিক পরিকাঠামোর সঙ্গে ট্রামকে কীভাবে যুক্ত করা যায়, মূলত সেই বিষয়গুলিই সমীক্ষায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ট্রাম পরিষেবাকে শুধু ফিরিয়ে আনা নয়, সেটিকে আরও আধুনিক, কার্যকর ও সময়োপযোগী করে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে বৈঠকে ইঙ্গিত দেন মন্ত্রী। শুধু ট্রাম নয়, কলকাতার সামগ্রিক পরিবহণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করে তোলার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়েও মতবিনিময় হয়। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় সে দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সরেজমিনে দেখেছিলেন পরিবহণমন্ত্রী। সেই অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ পরিকাঠামোর উন্নয়নে কাজে লাগানোর আগ্রহও বৈঠকে প্রকাশ করেন তিনি। কলকাতার পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে অস্ট্রেলিয়ার সংস্থাগুলির অংশগ্রহণের সম্ভাবনা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল বার্নার্ড লিঞ্চ কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে সে দেশের সংস্থাগুলির আগ্রহের কথা জানান। রাজ্যের পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন কাজে অস্ট্রেলীয় সংস্থাগুলি অংশ নিতে পারে কি না, সেই সম্ভাবনা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবহণমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ার আগ্রহী সংস্থাগুলিকে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের বিভিন্ন টেন্ডারে অংশ নেওয়ার পরামর্শ দেন। তবে সেই অংশগ্রহণ সরকারি নিয়ম ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনেই করতে হবে বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা থাকলেও রাজ্যের প্রচলিত দরপত্র ও প্রশাসনিক নিয়ম মেনেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে প্রকল্পগুলিতে অংশ নিতে হবে। এদিনের বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেলের সঙ্গে ছিলেন সিনিয়র ইকনমিক রিসার্চ অ্যান্ড ভিজিটস অফিসার অনাঘা, কর্পোরেট সার্ভিসেস ম্যানেজার রাজীব ঘোষ এবং সিনিয়র রিসার্চ অ্যান্ড ভিজিটস অফিসার অ্যাঞ্জেলিনা নায়ার। কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার ভবিষ্য রূপরেখা এবং আধুনিকীকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে তা